8. কাম্বোডিয়ার খমের সাম্রাজ্য

↳ প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক কালে খমের সাম্রাজ্য ছিল দ:পূ: এশিয়ার একটি বৃহত্তম সাম্রাজ্য। খমের জাতির লোকেরা মেকং অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেছিল, খমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে কেন্দ্রীভূত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না, আলাদাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সেইসময় এখানে অবস্থান করত, অবশ্য চীনা ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আমরা দুটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ পাই খ্রি. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ফুনান এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত চেনলা রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। অবশিষ্ট সেই খমের সাম্রাজ্যের নিদর্শন, লিখিত প্রতিষ্ঠালিপি, চীনা কূটনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং প্রতিবেদন থেকে খমের সভ্যতার জ্ঞান আমরা প্রাথমিকভাবে পেয়ে থাকি।

কাম্বোডিয়ার বাণিজ্যপথ ঘিরে কিছু নতুন রাষ্ট্রনেতা এবং অভিযাত্রীরা মেকং অববাহিকা অঞ্চলে এসেছিল, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এই অঞ্চলে ভববর্মন ও মহেন্দ্রবর্মন নামক দুই রাজা নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও তারা খমের ভূমি ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, এদের মৃত্যুর পর সপ্তম শতকের শেষে প্রথম জয়বর্মন নামক এক রাজা এবং তার পরবর্তী অষ্টম শতক পর্যন্ত বেশ কয়েকজন স্থানীয় শাসকরা নিজেদের এখানে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেও এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে ব্যর্থ হন। উল্লিখিত শাসকরা কাম্বোডিয়ার উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

খমের রাজ্যের যুগ শুরু হয়েছিল নবম শতকের প্রথমার্ধে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মনের হাত ধরে। বর্তমান কম্বোডিয়ার দ:পূ: দ্বিতীয় জয়বর্মন তার রাজত্ব শুরু করেন পরে তিনি অঙ্কোরের দিকে তাঁর কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটান। ৮০২ খ্রি. দ্বিতীয় জয়বর্মনের অভিষেক হয়। তাঁকে বিশ্বজয়ী রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৮৫০ খ্রি. নাগাদ রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মনের মৃত্যু হলে সিংহাসন লাভ করেন তাঁর পুত্র তৃতীয় জয়বর্মন যিনি ৮৭৭ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এদের পরবর্তী রাজা হলেন ইন্দ্রবর্মন (৮৭৭-৮৮৯খ্রি.) এবং তাঁর পুত্র প্রথম যশোবর্মন (৮৮৯ -৯০০খ্রি.)। প্রথম যশোবর্মন হলেন প্রথম শাসক যিনি অঙ্কোরকে নিজের রাজধানী বানিয়েছিলেন তিনি এখানে অনেকগুলি আশ্রম ও বিহার নির্মাণ করেন যা সেইসময় শাসনকেন্দ্র হিসাবে কাজ করত।

যশোবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র রাজত্ব করেছিলেন এদের শাসন স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং ইতিহাসে এদের রাজত্বকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই, এরপর উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন রাজেন্দ্রবর্মন যিনি যশোবর্মন ও জয়বর্মন আত্মীয় ছিলেন, এই রাজা অঙ্কোরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর উদ্যানের অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে নিজেকে শক্তিশালী করেছিলেন। চম্পা সাম্রাজ্য আক্রমণ করে নহা ট্রাং এর কাছে একটি মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৯৬৮ খ্রি. তাঁর শিশুপুত্র পঞ্চম জয়বর্মন অভিভাবকের সাহায্য নিয়ে সিংহাসনে

বলেছিলেন। প্রথম জয়বর্মনের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি;
তবে তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

এরপর সিংহাসনে আরোহণ করেন প্রথম সূর্যবর্মন (1006 খ্রি.)। প্রথম সূর্যবর্মন কাম্বোডিয়ার উত্তরাঞ্চলে তাঁর জীবন শুরু করেন। পূর্ববর্তী রাজবংশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তিনি শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন বলে মনে করা হয়। অভিষেকের পর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলেছিল। রাজা হিসেবে তাঁর শাসনকালে তিনি লাওস এবং থাইল্যান্ডের চাওফ্রায়া অববাহিকায় লোপবুরি পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তবে এই সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি। প্রথম সূর্যবর্মন প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন যিনি দক্ষিণ ভিয়েতনাম, মধ্য থাইল্যান্ড ও লাওস পর্যন্ত রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন।

1050 খ্রি. তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় উদয়াদিত্য বর্মন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় উদয়াদিত্য বর্মনের রাজত্বকালে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং চামদের সাথে দ্বন্দ্ব। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও এই রাজা আঙ্কোরে অনেকগুলি শিব মন্দির নির্মাণ করেন, পাশাপাশি একটি সুদৃশ্য হ্রদ খনন করেন এবং নির্মাণ করেন একটি বৈষ্ণব মন্দির। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন ভ্রাতা তৃতীয় হর্ষবর্মন, এই রাজার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না।

একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আঙ্কোরের সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে ক্ষমতার উচ্চাশা তৈরি হয়েছিল। 1080 খ্রি. উ. কাম্বোডিয়ার একটি পরিবার রাজত্ব দাবী করেছিল। দ: কাম্বোডিয়া থেকে সূর্যবর্মনের পরিবার এবং দীর্ঘ বছর তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। অবশেষে 1113 খ্রি. দ্বিতীয় সূর্যবর্মন সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মহান বিজেতা। বেশ কয়েকবছর চামদের উপর তিনি সামরিক নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন। তিনি ভিয়েতনাম রাজ্য দাই-ভিয়েত আক্রমণ করে ব্যর্থ হলেও লোপবুরি অঞ্চল নতুন করে অধিকার করেছিলেন যা প্রথম সূর্যবর্মনের মৃত্যুর পর হাতছাড়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের নেতৃত্বে খমের রাজ্য উ. থাইল্যান্ডের মোন রাজ্য আক্রমণ করেছিল।

দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের সময় আঙ্কোর রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি আঙ্কোরবাট নির্মিত হয়। এটি তাঁর অন্ত্যেষ্টির জন্য নির্মিত হয় যা ছিল একটি মূলত বিষ্ণু মন্দির। বলাবাহুল্য এসময় ভারত ও জাভাতে বিষ্ণু উপাসনা জনপ্রিয় ছিল। দ্বিতীয় সূর্যবর্মন দ: সুঙ্গ রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। 1150 খ্রি. থেকে সূর্যবর্মনের মৃত্যুর পর আঙ্কোরে অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় এবং চামদের অভিযান একাধিকবার হয়। চামরা নদীপথে আক্রমণ চালিয়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে বিদীর্ণ

আঙ্কোরকে লুট করেছিল, এই সময় আঙ্কোর রাজ্য বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, এই বিপর্যয়ের হাত থেকে আঙ্কোর রাজ্যকে উদ্ধার করেছিল সপ্তম জয়বর্মন (শ্রেষ্ঠতা).

সপ্তম জয়বর্মন হলেন প্রথম সূর্যবর্মনের এক পৌত্রিক সন্তান, তিনি চাম হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে তাদেরকে বিতাড়িত করে, এবং আঙ্কোরের সিংহাসন লাভ করে। তিনি চামদের হাত থেকে আঙ্কোরকে শুধুমাত্র উদ্ধারই করেননি বরং তার রাজত্বকালের প্রায় 20 বছর চম্পাকে আঙ্কোরের প্রদেশে পরিনত করে। সপ্তম জয়বর্মন একজন মহান বিজেতাই ছিলেন না তাঁর সময় আঙ্কোরের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তিগুলি নির্মান সম্পূর্ন হয়। আঙ্কোরথমের প্রাচীরবেষ্টিত অঞ্চলে তিনি মহাযান বৌদ্ধ মন্দির যেমন স্থাপন করেন, এর পাশাপাশি তিনি অনেকগুলি রাস্তা নির্মান করেন 121 টি পান্থশালা এবং সমগ্র আঙ্কোর জুড়ে 102 টি হাসপাতাল নির্মান করেন, মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী সপ্তম জয়বর্মন তাঁর রাজ্যজয়, সৌধ নির্মান ও জনকল্যানমূলক কাজের জন্য তাকে আঙ্কোর রাজ্যে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল, সম্ভবত 1220 খ্রি. তাঁর শাসন শেষ হয় এবং পুনরায় আঙ্কোরের সাথে চামদের সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

আঙ্কোরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই একজন শক্তিশালী রাজার রাজত্ব শেষে সেখানে বারবার নৈরাজ্য নেমে এসেছিল, প্রথম সূর্যবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মন ও সপ্তম জয়বর্মন ছিলেন শক্তিশালী রাজা, তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ, যোগ্য ও দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেও নিজেদের সাফল্যকে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী রূপ দিতে পারেননি। এর কারন ছিল খমের রাজ্যের উপর বৈদেশিক চাপ তেমন ছিল না, ত্রয়োদশ শতকে থাইরা রাষ্ট্রগঠন করলে চাওফ্রায়া ও মেকং অববাহিকায় আঙ্কোর চাপের মুখে পড়েছিল, খমেররা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এই চাপ সামলেছিল, তবে তারা কোন স্থায়ী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরন করেননি, সপ্তম জয়বর্মন মহাযান বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পর রাজেন্দ্র শৈবমতে অনুগামী হয়, আবার দেখা যায় ত্রয়োদশ শতকে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম খমেদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে আঙ্কোরের প্রতি থাইল্যান্ডের সামরিক চাপ খমেরদের নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, চতুর্দশ শতকে এসে আয়ুথায়ার বিরুদ্ধে অতি কষ্টে আঙ্কোর তার অস্তিত্বরক্ষা করেছিল, ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ব্যবসাবানিজ্যকে আশ্রয় করে আঙ্কোর নিজের অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল, শেষ অবধি আঙ্কোরের পতন ঘটে, আয়ুথায়া ও আঙ্কোরের বিবাদের ফলে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে খমের রাজারা আঙ্কোর ত্যাগ করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বর্তমান নমপেন-এর কাছে চলে যায়।